যুগান্তর

তারিখ ... 16 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

সিনিয়র অধ্যাপক পদ সৃষ্টির উদ্যোগ

মুসতাক আহমদ

সিনিয়র সচিবের পদের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও 'সিনিয়র অধ্যাপক' পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এমন উদ্যোগ নিয়েছে। এটি জনপ্রশাসনের সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার সমান হতে পারে। সরকারের নীতিনির্ধারণী সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য। আরও জানা গেছে, আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের

উদ্যোগ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

উদ্যোগ : পদ সৃষ্টির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাবি পূরণে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে হোমওয়ার্ক চলছে। গত দু'দিন ধরে এ দুই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছেন। তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তারাও আছেন। এ ব্যাপারে একটি প্রাথমিক প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) হেলাল উদ্দিন মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'শিক্ষকদের দাবি পূরণের বিষয়ে মূল কাজ করছে মন্ত্রিসভা কমিটি। তাদের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করছে শিক্ষা, অর্থ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এ উপলক্ষেই দায়িত্বপ্রাপ্তরা হোমওয়ার্ক করছেন।' তিনি বলেন, 'আমরা মূলত শিক্ষকদের কতটুকু ক্ষতি হল, কোথায় কোথায় কী ক্ষতি হল, এটা হয়ে থাকলে তা উত্তরণের উপায় বের করার কাজ করছি। সরকার শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা দিতে চায়। সেজন্যই অনুমোদিত পে-স্কেলের মধ্যে থেকে কী করে শিক্ষকদের আর্থিকভাবে মর্যাদাবান করা যায়, সেটা নির্ণয় চলছে।'

জানা গেছে, এ কমিটির দাবি পূরণে মোট কত টাকা লাগবে, কতজন শিক্ষককে সিনিয়র অধ্যাপক করতে হবে ইত্যাদি নানা দিকও পর্যালোচনা করছে। পাশাপাশি অধ্যাপক হওয়ার প্রক্রিয়া, বর্তমানে বিদ্যমান সিলেকশন গ্রেড হওয়ার শর্তাদির বিষয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।

সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপকদের বেতন ও মর্যাদা সিনিয়র সচিবের সমান করাসহ চার দফা দাবিতে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মে মাস থেকে আন্দোলন করছেন। তবে ৭ সেপ্টেম্বর অষ্টম পে-স্কেল মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের আন্দোলন আরও তীব্র রূপ লাভ করে। এরই অংশ হিসেবে রোববার শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করেন। আগামীকাল তাদের কর্মবিরতি রয়েছে। একই দাবিতে ঈদের পর তারা লাগাতার কর্মবিরতিসহ ভর্তি পরীক্ষা বর্জনের মতো কর্মসূচির হুমকিও দিয়ে রেখেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনের বিভিন্ন ইস্যুতে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের নির্দেশনা দেন। সে অনুযায়ী ওইদিন ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিষয়েও নির্দেশনা দেন। এরপরই শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করে।

ইউজিসির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, সোমবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য তলব করা হয়। সে অনুযায়ী ইউজিসির একজন কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ে ছুটে যান। তিনি দুই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাত প্রায় ৭টা পর্যন্ত কাজ করেন। তিনি মন্ত্রণালয় ত্যাগের পরও রাত ১০টা পর্যন্ত দুই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কাজ করেন।'

ঘোষিত পে-স্কেলে শিক্ষকদের অবস্থান ও মর্যাদাহানির বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, নতুন বেতন কাঠামোতে শিক্ষকদের অবস্থান আগের তুলনায় ৪ ধাপ নিচে চলে গেছে। বর্তমানে যারা সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপক আছেন তারা গ্রেড-১-এ সচিবদের সমতুল্য বেতন পাবেন সত্য। কিন্তু যারা সাধারণ অধ্যাপক তারা আর সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপক হতে পারবেন না, যেহেতু এটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। অথচ সপ্তম বেতন কাঠামো অনুযায়ী শর্ত পূরণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অধ্যাপকের ২৫ ভাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সিলেকশন গ্রেড হতেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ হাজার ২৮১টি শিক্ষক পদ রয়েছে। এর মধ্যে অধ্যাপক হচ্ছেন ৩ হাজার ৪৩১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২ হাজার ৪৩ জন, সহকারী অধ্যাপক ৩ হাজার ৭৪১ জন, প্রভাষক ২ হাজার ৯১০ জন এবং ইমেরিটাস ও সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ১৫৬ জন। নিয়ম অনুসারে অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশ সিলেকশন গ্রেড পেয়ে থাকেন। এই হিসেবে বর্তমানে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার মতো অধ্যাপক হচ্ছেন ৮৫৭ জন।